# ঘুষ কাণ্ডে ধৃত সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর আস্থানা মোদীর প্রিয় পাত্র : রাহুল

## আস্থানার ওপর কী আগেই চটেছিলেন মোদী ?

**নয়াদিল্লি/আহমেদাবাদ/দুবাই,২২ অক্টোবর :** সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন (সিবিআই) ওই সংস্থার সেকেন্ড- ইন- কমান্ড রাকেশ আস্থানাকে গ্রেফতারের ঠিক একদিন পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি। ট্যুইটারে গান্ধি দাবি করেছেন, মোদী সিবিআইকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নেওয়ার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাঁর আরও অভিযোগ, মোদীর প্রিয়পাত্র আস্থানার সঙ্গে গোধরা অগ্নিকাণ্ডে যোগাযোগ ছিল। কার্যত কংগ্রেস সভাপতির এই অভিযোগের পরও মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। এদিনই সিবিআইয়ের ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসার দেবেন্দ্র কুমারকে মিথ্যা বয়ান দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে। সাক্ষীদের ভয় দেখানোর অভিযোগও করা হয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে।

রবিবারই দিল্লির লালকেল্লায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ ফৌজের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা তোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেখানে আজাদ হিন্দ ফৌজের টুপি মাথায় দিয়ে মোদী গান্ধি-নেহরু পরিবারতন্ত্রকে বেঁধেন। তিনি দাবি করেন, গান্ধি-নেহরু পরিবারকে তুলে ধরতে গিয়েই অন্য মহামানবদের ছোট করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর এই আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে কংগ্রেস। তবে রাহুল গান্ধির তূণে যে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণের মতো তির এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে তা বোধহয় কংগ্রেস সভাপতি নিজেও ভাবেননি।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, আস্থানা প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। তবে কীভাবে তাঁকে ঘুষ কাণ্ডে জড়িয়ে দেওয়া হল। তবে প্রধানমন্ত্রী কী চাইছিলেন না আর আস্থানাকে? নাকি তাঁর অজান্তে এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল? যদি তাই হয়, তবে সরকারের পক্ষে তা অশনি সংকেত হিসেবে বিবেচিত হবে। অন্য একটি মহল অবশ্য জানিয়েছে, সিবিআইয়ের ডিরেক্টর অলোক ভার্মার সঙ্গে স্পেশাল ডিরেক্টর রাকেশ আস্থানার দ্বৈরথ শুরু হয়। সেই দ্বৈরথের জেরেই আস্থানার বিরুদ্ধে এফআইআর জারি করে সিবিআই। তার আগেই কেন্দ্রীয় ভিজিল্যান্স কমিশনকে চিঠি দিয়ে ভার্মা আস্থানার ঘুষ নেওয়ার বিষয়টি জানান। গুজরাত ক্যাডারের আইপিএস অফিসার রাকেশ আস্থানা গোধরা সিট অগ্নিকাণ্ডের সময়ই বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। সে সময় নরেন্দ্র মোদী গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত কাছের মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন আস্থানা। তারপর মোদীর মদতেই তিনি সিবিআইয়ের ২ নম্বর পদটি পেয়েছেন বলে অভিযোগ বিরোধীদের। তাঁদের আরও অভিযোগ, মূলত আস্থানার মতো অফিসারদের কাজে লাগিয়ে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপি সিবিআইকে রাজনৈতিক প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যম করে তোলে।

সেই প্রতিষ্ঠানেই এখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছেন কংগ্রেস প্রধান। নজিরবিহীন উদ্যোগ নিয়ে সিবিআই আস্থানার বিরুদ্ধে এক দালালের কাছ থেকে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেছে। সিবিআইয়ের দাবি, মাংস রফতানি করেন মিঞা কুরেশি। সেই ঘটনার তদন্তে নেমেই ঘুষ কাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছেন আস্থানা। এক দালাল নাকি সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টরকে পরামর্শ দেন কুরেশিকে তদন্তের হাত থেকে রেহাই দেওয়া হলে তাঁকে ২ কোটি টাকা দেওয়া হবে। দু'মাস আগে ঘটে যাওয়া এই ঘটনার সিবিআই কেন এতদিনে ব্যবস্থা নিচ্ছে? এর কারণ এই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অন্দরের যুদ্ধ। গত ২৪ আগস্ট ক্যাবিনেট সচিবকে চিঠি লিখে আস্থানা অভিযোগ করেন যে, মাংস রফতানি ব্যবসায়ী মিঞা কুরেশি মামলা থেকে তাঁকে রেহাই দেওয়ার জন্য সিবিআই ডিরেক্টর অলোক ভার্মাকে ২ কোটি টাকা দিয়েছেন। বিষয়টি সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশনকে জানানো হয়। কারণ তাঁরাই বিষয়টির দেখভাল করে থাকেন। কিন্তু সবকিছু জানাজানি হওয়ার পর সিবিআই কর্তারা ডিরেক্টর ভার্মাকে বাঁচাতে মাঠে নেমে পড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আনা যাবতীয় অভিযোগকে মিথ্যা এবং ভ্রান্ত বলেও দাবি করেছেন। প্রসঙ্গত, আস্থানা সেন্ট্রাল ভিজিল্যান্স কমিশন এবং ক্যাবিনেট সেক্রেটারিকে চিঠি দিয়ে অলোক ভার্মার বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও আর্থিক নয়ছয় সংক্রান্ত ১০টি মামলার উল্লেখ করেন। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি অভিযোগ ছিল গুরুতর। কিন্তু তাঁর এই অভিযোগ যে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে সেকথাও বোধহয় ভাবেননি আস্থানা।

এদিকে সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর আস্থানার বিরুদ্ধে কীভাবে মামলা সাজানো হবে তা নিয়ে এখন শলা-পরামর্শ চলছে। চলতি বছরের ১৬ অক্টোবর দুবাইয়ের ব্যবসায়ী এবং ঘুষকাণ্ডের দালাল হিসেবে পরিচিত মনোজ প্রসাদকে গ্রেফতার করে সিবিআই। এই মনোজ প্রসাদই আস্থানাকে ঘুষ দেন বলে অভিযোগ। মোবাইলের কল ডেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আস্থানার সঙ্গে অন্য একটি গোয়েন্দা সংস্থার এক সিনিয়র অফিসারের একাধিকবার ফোনে কথা হয়। তাঁরা দু'জনেই নাকি প্রসাদ গ্রেফতার হয়েছে কি না জানতে চাইছিলেন। এমনকি দ্বিতীয় গোয়েন্দা সংস্থাটির সিনিয়র অফিসারদের সঙ্গে এই মামলার দালাল হিসেবে পরিচিত মনোজ প্রসাদের স্ত্রী ও বেশ কয়েকবার টেলিফোনে কথা হয় বলে জানা গেছে। ১৭ অক্টোবর আস্থানা ও ওই সিনিয়র অফিসারের মধ্যে চারবার মোবাইলে কথা হয়। ঠিক তার একদিন আগেই গ্রেফতার হয়ে যান মনোজ প্রসাদ।

এইসব কল ডেটা রেকর্ড ছাড়াও সিবিআই এখন হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজের উপরেও নির্ভর করছে। কেন আস্থানাকে ২ কোটি টাকা দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন যে মনোজ প্রসাদ। তাঁর ফোন থেকেই এই হোয়াটসঅ্যাপের মেসেজগুলি উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া সিবিআই দুবাই প্রবাসী ব্যবসায়ী সতীশ সানার দাবির ভিত্তিতেই একটি পৃথক মামলা দায়ের করেছে। মনোজ প্রসাদ তাঁকে নাকি ৫ কোটি টাকা ঘুষ হিসাবে দিতে হবে বলে জানিয়েছিল। মাংস- মামলা থেকে রেহাই পেতে এই ঘুষ দেওয়া দরকার বলে দাবি করেছিল তারা।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, সিবিআইয়ের স্পেশাল ডিরেক্টর আস্থানার সঙ্গে দু'মাস আগেও ক্যাবিনেট সচিবের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। আস্থানাই নাকি ক্যাবিনেট সচিবকে জানান, দুবাই প্রবাসী ব্যবসায়ী সতীশ সানা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা থেকে রেহাই পেতে সিবিআই প্রধান অলোক ভার্মাকে ২ কোটি টাকা ঘুষ দেন। অলোক ভার্মার দাবি, তিনি এই ঘুষ নেননি, ঘুষ নিয়েছেন আস্থানা। সেই তথ্য-প্রমাণও তাঁর কাছে আছে। ফলে জোর কাজিয়া শুরু হয়েছে সিবিআইয়ের অন্দরে। আর তা চলে আসছে প্রকাশ্যে। একেবারে ঝানু বিরোধী নেতার মতোই রাহুল গান্ধি এই সুযোগকে কাজে লাগাতে দেরি করেননি। তিনি সোমবারই ট্যুইট করে জানিয়ে দিয়েছেন, সিবিআইয়ের অভিযুক্ত সেকেন্ড-ইন-কমান্ড রাকেশ আস্থানা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রিয়পাত্র। প্রধানমন্ত্রী তাঁকে কাজে লাগিয়ে রাজনৈতিক হিংসা চরিতার্থ করতে নেমেছিলেন।

## গণধর্ষণের পর নগ্ন অবস্থায় ৪ তলা থেকে ঝাঁপ মহিলার, ধৃত ২

**জয়পুর, ২২ অক্টোবর :** নির্ভয়া কাণ্ডের পর পকসো আইন জারি করে সরকার গণধর্ষণের হাত থেকে বাঁচাতে চেয়েছিল, কিন্তু তা তো হয়ইনি বরং আরও বেড়ে গিয়েছে বলে ধারণা সাধারণ মানুষের। রবিবার পশ্চিমবঙ্গের একটি চাঞ্চল্যকর গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। সোমবারই জয়পুর পুলিশ জানিয়েছে, ২৩ বছরের এক নেপালি তরুণী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। এই কাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে লোকেশ সাইনি (১৯) এবং কমল সাইনি (২৪) কে শনিবার গভীর রাতে গ্রেফতার করেছে জয়পুর দক্ষিণ থানার পুলিশ। জয়পুরের সহকারী পুলিশ কমিশনার কে কে অবস্থি জানিয়েছেন, বাকি অভিযুক্তদেরও তল্লাশি চলছে। জানা গেছে, মুহানা অঞ্চলের একটি বহুতলের অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে গিয়ে ওই নেপালি তরুণীর ওপর দু'দিন ধরে গণধর্ষণ চালায় অভিযুক্তরা। শেষে তাদের হাত থেকে বাঁচার জন্য কার্যত নগ্ন অবস্থায় ওই বাড়ির চারতলা থেকে ঝাঁপ দেন তরুণীটি। পুলিশ তাঁকে জয়পুরিয়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে মেডিক্যাল পরীক্ষার পর তরুণীটির চিকিৎসা শুরু হয়েছে। মুহানা থানার পুলিশের সঙ্গে দক্ষিণ থানার পুলিশও তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

## স্বাধীনতা সংগ্রামীরা উপেক্ষিত কংগ্রেসের কাছে : বিজেপি

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** 'বাবু যত বলে, পারিষদ দলে বলে তার শতগুণ', বিশ্বকবির কবিতার এই লাইনগুলি প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেই সত্য। রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেহরু-গান্ধি পরিবারকে তুলে ধরতে গিয়ে দেশের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীকে উপেক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। ঠিক তারপরই বিজেপির জাতীয় সাধারণ সম্পাদক রাম মাধব প্রায় একই সুরে বলেছেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে কংগ্রেস এই কাজ করেছে। নেহরু-গান্ধি পরিবারকে তুলে ধরাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। তাই উপেক্ষিত হয়েছেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। মাধবের মতে, রাহুল গান্ধি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সমালোচনা করেন। সেই সমালোচনায় নামার আগে তার নিজের দলের ইতিহাস জানা উচিত। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু থেকে বিনায়ক দামোদর সাভারকার সহ বহু বিশিষ্ট নেতাই শুধুমাত্র একটি পরিবারকে তুলে ধরতে গিয়ে কংগ্রেসের কার্পেটের তলায় হারিয়ে গিয়েছেন।

## দিল্লির মোরি গেট বাস টার্মিনাসে আগুন

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** উত্তর-পূর্ব দিল্লির মোরি গেট বাস পার্কিং স্টেশনে সোমবার সকালে আগুন লাগে। অল্পক্ষণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে বাস পার্কিং স্টেশনের বিভিন্ন স্থানে। দমকলের একাধিক গাড়িকে ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে দেখা যায়। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর নেই। দমকল সূত্রে জানা গেছে, সকাল ১০.৩০ মিনিট নাগাদ তাঁরা মোরি গেট বাস পার্কিং অঞ্চলে আগুন লাগার খবর পান। তিনটি দমকলের গাড়ি ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। তবে ১১টার মধ্যে আগুন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে আসে। দিল্লির তিশ হাজারি আদালতের ঠিক পিছনেই মোরি গেট পার্কিং এরিয়া। সেখানে প্রচুর বাস ও গাড়ি পার্কিং করা হয়। ফলে আগুন লাগার খবরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তবে দমকল দ্রুত কাজ শুরু করায় আগুন তাড়াতাড়ি নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

## মাদ্রাজ হাইকোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা বিজেপি নেতার

**চেন্নাই, ২২ অক্টোবর :** ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সাধারণ সম্পাদক এইচ রাজা সোমবার মাদ্রাজ হাইকোর্টে নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। প্রসঙ্গত, গত সেপ্টেম্বর মাসে বিজেপি নেতা এইচ রাজা বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে কুৎসিত মন্তব্য করেছিলেন। পুলিশ কুদুলকোট্টাইয়ে বিনয়াগড় চতুর্থী মিছিল একটি বিশেষ পথে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়াতেই ক্ষিপ্ত রাজা আদালতকেই একহাত নেন।

শেষ পর্যন্ত আদালত অবমাননার মামলা হয় তাঁর বিরুদ্ধে। তিরুবনন্তপুরম পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির একাধিক ধারা প্রয়োগ করে রাজাকে গ্রেফতারের জন্য বিশেষ দল গঠন করে। বিজেপির এই সিনিয়র নেতা তারপরই বলতে শুরু করেন, তিনি মোটেই পালিয়ে যাননি। কিন্তু মিডিয়ার হাত থেকে বাঁচতে আড়ালেই রয়েছেন। এমনকি তাঁকে ধরার জন্য তিরুবনন্তপুরম পুলিশ যে বিশেষ দল গঠন করেছে, তাও অস্বীকার করেন তিনি। পুদুলকোট্টাই জেলায় গণেশ প্রতিমার শোভাযাত্রা একটি বিশেষ পথে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় তিনি পুলিশকে হিন্দু বিরোধী বলেও মন্তব্য করেন। মাদ্রাজ হাইকোর্ট ও তিরুবনন্তপুরম পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায়। এরপরই আদালতের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হয়ে মন্তব্য করেন রাজা।

## অবিজেপি দলগুলিকে কাছে টানার কৌশল কংগ্রেসের

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** ভোটের আগে কংগ্রেসের অবস্থান স্পষ্ট করলেন দলের প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। চিদম্বরম এদিন বলেছেন, কংগ্রেস কখনও রাহুল গান্ধিকে প্রধানমন্ত্রী করার কথা বলেনি। ভোটের পরই জোটের অবস্থান বিচার করে নেতা স্থির করা হবে। চিদম্বরমের এই মন্তব্যে রীতিমতো আলোড়ন তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। কারণ অধিকাংশ দলেরই ধারণা, ভোটের আগে অবিজেপি দলগুলিকে কাছে টানতেই এই কৌশল কংগ্রেসের। তবে এই প্রথম নয়, এর আগে কংগ্রেস সভাপতি স্বয়ং বলেছিলেন, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা বহুজন সমাজ পার্টির সুপ্রিমো মায়াবতী প্রধানমন্ত্রী হলেও কংগ্রেসের কোনও আপত্তি নেই। এতে তৃণমূল শিবিরে রীতিমতো খুশির হাওয়া বয়ে যায়। কিন্তু সাবধানে পা ফেলছে মায়াবতীর বসপা। রাহুলের এই মন্তব্যে খুশি হওয়া তো দূরের কথা, বরং তারপর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে চলেছে বসপা।

মায়াবতী কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে বিজেপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোরও চেষ্টা করেন। তিনি সরাসরি জানিয়ে দেন, অবিজেপি জোটের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কোনও ইচ্ছাই তাঁর নেই। আবার অতি সম্প্রতি বিজেপিবিরোধী মন্তব্যও করতে শোনা গেছে বসপা নেত্রীকে। সব দেখেশুনে রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বসপা নেত্রীর ওপর প্রবল চাপ রয়েছে বিজেপির। অবিজেপি শিবিরে যোগ দিলে মায়াবতীর ভাইয়ের সম্পত্তি সম্পর্কে যে সিবিআই তদন্ত শুরু করবে, সেরকমই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। আর তাতেই মায়াবতী পিছু হঠেছেন।

তবে এসবের মধ্যেই রাহুল গান্ধি কিছুদিন আগে দাবি করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী হতে তাঁর আপত্তি নেই। রাহুলের এই মন্তব্য নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চেপে ধরেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবার সরাসরি চিদম্বরমকে দিয়ে দল ঘোষণা করল, রাহুলকে সামনে রেখে নির্বাচন পরিচালনা হবে না। জোট জয়লাভ করলে নির্বাচনের পরই প্রধানমন্ত্রী স্থির করা হবে। দেখা যাক, এরপর আর কতগুলি বিরোধী দল অবিজেপি শিবিরে যোগ দেয়?

## 'মি টু' : জনস্বার্থ মামলাগুলির দ্রুত শুনানির কথা অস্বীকার শীর্ষ আদালতের

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** 'মি টু' আন্দোলনে যৌন হেনস্থা ও এ ধরনের আচরণের বিরুদ্ধে এফআইআরের ভিত্তিতে যেসব জনস্বার্থ মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে, সেগুলির দ্রুত শুনানির কথা অস্বীকার করল শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং বিচারপতি এস কে পলের বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলাকারীদের আইনজীবী এম এল শর্মাকে জানিয়ে দেন, নিয়ম মেনেই এই মামলার শুনানি হবে। জরুরি ভিত্তিতে শুনানির কোনও প্রয়োজন নেই। প্রসঙ্গত, এম এন শর্মাই সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দাখিল করেছিলেন। কাজেই তাকেই সোমবার শীর্ষ আদালতের দুই সদস্যের বেঞ্চ জানিয়ে দিল, দ্রুত এসব মামলার শুনানি সম্ভব নয়। 'মি টু' আন্দোলন শুরু হয়েছে বলিউডের অভিনেত্রী তনুশ্রী দত্তের এক অভিযোগের ভিত্তিতে। তনুশ্রী দশ বছর আগেও এই অভিযোগ করলেও তখন তা বিশেষ গুরুত্ব পায়নি। এবার তিনি ফের অভিযোগ করেছেন প্রবীণ অভিনেতা নানা পাটেকরের বিরুদ্ধে। ২০০৮ সালে একটি ছবির বিশেষ দৃশ্যে নানা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। তনুশ্রীকে সমর্থন করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধি সহ বহু বিশিষ্ট মহিলা। তিন সপ্তাহে বিভিন্ন ক্ষেত্রের একাধিক মহিলাই সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের কাজের জায়গায় কীভাবে যৌন হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। এমনকি 'মি টু' আন্দোলনের জেরে বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা রাজনীতিক এম জি আকবরকে তাঁর কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে হয়েছে। অভিযোগ প্রথম জানান প্রিয়া রামানি নামে এক মহিলা সাংবাদিক। এরপর আরও ১৭ জন আকবরের বিরুদ্ধে অবাঞ্ছিত সুযোগ নেওয়ার অভিযোগ করেছেন। এই মহিলারা যখন তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন, তখন আকবর দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়েছিলেন। সফর শেষে দেশে ফিরে তিনি অনেক হুমকি দেন। ৯৭ জন আইনজীবী নিয়োগের কথাও বলেন। কিন্তু তাতেও ভয় পাননি প্রিয়া। তিনিও লড়াই চালিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ নেন। শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে হয় আকবরকে। অবশ্য তিনি আইনি পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। 'মি টু' আন্দোলনের প্রভাব পড়ছে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহিলাদের ওপর। কোথাও কোথাও তাঁরা স্বীকার করছেন কীভাবে কর্মক্ষেত্রে পুরুষরা যৌন হেনস্থা করেছেন তাঁদের। আবার কেউ কেউ সামাজিক লজ্জার ভয়ে এখনও মুখ বন্ধ করে রয়েছেন। কোনও কোনও মহিলার আবার দাবি, এই অভিযোগ শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা কেউই জানেন না। তার থেকে বরং পুরুষরা এখন থেকে আত্মশুদ্ধির পথ নিন।

## সারা দেশে বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ হবে কিনা, আজ সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

**নয়াদিল্লি, ২২ অক্টোবর :** সারা দেশে বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ হবে কি না, তা নিয়ে আজ মঙ্গলবার দেশের শীর্ষ আদালত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে। বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য শীর্ষ আদালতে একগুচ্ছ আবেদনপত্র জমা পড়ে। তার ভিত্তিতে সবদিক খতিয়ে দেখে শীর্ষ আদালত তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে চলেছে বলে জানা গেছে। গত আগস্টে এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা শুরু হয়। তখনই শীর্ষ আদালতে বিচারপতিরা জানিয়েছেন, বাজি নির্মাতাদের জীবনধারণের মৌলিক অধিকার বাজি তৈরি কি না, সেই দিকটি সহ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তবে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন। এছাড়া দেখা হবে, দেশের ১.৩ বিলিয়ন মানুষের স্বাস্থ্যের অধিকারের দিকটিও। সংবিধানে ২১ ধারা (জীবনধারণের অধিকার) দু'টি ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য কি না, তা-ও খতিয়ে দেখতে চান শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। দেশজুড়ে বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ করার আগে তাঁরা পুরো ব্যবস্থাটিতে ভারসাম্য আনা প্রয়োজন বলেও মনে করছেন। বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ করার জন্য শীর্ষ আদালতে একগুচ্ছ আবেদনপত্র জমা পড়লেও কেন্দ্রকেও এই মামলায় জড়িয়ে নিয়েছে শীর্ষ আদালত। কেন্দ্রের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে, দূষণ কমাতে কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে সরকার তা হলফনামা দিয়ে আদালতকে জানাতে হবে। এছাড়া সাধারণভাবে জনসাধারণের উপর বাজির কী প্রভাব পড়ে, তাও খতিয়ে দেখতে চান শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা। খতিয়ে দেখা হবে বাজির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আর্থিক দিকটিও। কেন্দ্র তার হলফনামায় জানিয়েছে, মূলত তামিলনাড়ুতে বাজি তৈরির প্রতিষ্ঠান সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। ১,৭৫০টি বাজি তৈরির কারখানা রয়েছে এখানে। ৫০০০ পরিবার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে বাজি তৈরির সঙ্গে যুক্ত। বাজি শিল্পে লগ্নির পরিমাণ ৬ কোটি টাকার বেশি। বেঞ্চ জানিয়েছে, বাজি উৎপাদক এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে আর্থিক দিকটির যোগ কতটা প্রাসঙ্গিক তাও খতিয়ে দেখবেন তারা। শীর্ষ আদালত আগেই জানিয়েছিল, মূলত দুপুর আড়াইটে থেকে বাতাসে দূষণ ভয়ঙ্কর সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দূষণ মানুষের ফুসফুসের ওপর বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে। এছাড়া শরীরের অন্যান্য সমস্যাও দেখা দেয়। শীর্ষ আদালতে এতগুলি মামলা নিয়ে স্বভাবতই দোলাচলে রয়েছেন বাজি উৎপাদকরা। কারণ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের কলমের খোঁচায় দেশজুড়ে বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ হয়ে গেলে বহু পরিবারকে অভুক্ত থাকতে হবে বলে দাবি করেছেন তাঁরা। সেই কারণে বাজি বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ না করে নিয়ন্ত্রণ করার পক্ষেও সওয়াল করেছেন তাঁরা। এছাড়া বাজি বিক্রেতাদের তরফে তাদের আইনজীবীরা দাবি করেছেন, বাজিই একমাত্র বাতাসে দূষণ বাড়ানোর কারণ নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাতাসে দূষণ এবং আর্দ্রতা। বাজি বিক্রেতাদের মতে, বাস্তব ঘটনা বিচারে বলা যায়, বাজি বিক্রি নিষিদ্ধ হলে তাদের ব্যবসার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হবে।

**KABRA STEEL PRODUCTS LIMITED**
CIN : L27109WB1983PLC036585
Regd. Office : 2, Brabourne Road, 4th Floor, Kolkata- 700 001
Tele: 033-2225-4263 Fax : 033-22253461
E-mail:kspl@coalsale.co.in
website :www.kspl.net.in

**NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to Regulations 29, 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Saturday, the 03rd November, 2018 at 1:00 P.M. at the Registered Office of the Company to inter alia:
1.Consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Six Months ended 30th September, 2018.
2.Consider and take on record the Limited Review Report of the Auditor's thereon.We would further like to inform you that in terms of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, and the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the "Trading Window" of the Company shall remain closed from October 29, 2018 and will open 48 hours after the Unaudited Financial Results are submitted to the Stock Exchange and become generally available.
This notice is also available on the website of the Company at www.kspl.net.in and on the website of the Stock Exchanges atwww.cse-india.com.
For Kabra Steel Products Limited
Ramawtar Kabra
Place:Kolkata Director
Dated :22.10.2018 DIN : 00341280

**KABRA COMMERCIAL LIMITED**
CIN : L67120WB1982PLC035410
Regd. Office : 2, Brabourne Road, 4th Floor, Kolkata-700001
Tele: 033-2225-4058 Fax: 033-2225-3461
E-mail : contact@kcl.net.in
website : www.kcl.net.in

**NOTICE**

Notice is herebygiven that pursuantto Regulations 29, 30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (ListingObligationsand Disclosure Requirements)Regulations,2015,a Meetingofthe Board ofDirectors of the Com panywill beheldonSaturday,the 03rd November,2018 at2:30P.M.at the Registered Office of the Company to inter alia:
1.Considerandapprove the Unaudited Financial Results of theCompanyfor theQuarterand Six Months ended 30th September,2018.
2.Consider and take on record the Limited Review Report of the Auditor's thereon. We would further like to informyou that in terms of the Securities andExchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, and the Company's Code of Conductfor Prevention of Insider Trading, the "Trading Window" of the Company shallremain closed from October 29, 2018 and will open 48 hours after the Unaudited Financial Results are submitted to the Stock Exchange and become generally available.
This notice is also available on thewebsite of the Company at www.kcl.net.in and on the website of theStockExchangesat www. bseindia.com & www.cse-india.com.
For Kabra Commercial Limited
Ramawtar Kabra
Place : Kolkata Director
Dated : 22.10.2018 DIN : 00341280

**KABRA MARBLE UDYOG LIMITED**
CIN : L14101WB1979PLC031873
Regd. Office:4, Synagogue Street, 6th Floor, Kolkata- 700 001
Tele:033-2225-4546Fax : 033-22253461
E-mail : kmu@coalsale.co.in
website: www.kmu.net.in

**NOTICE**

Notice is hereby given that pursuant to Regulations 29,30 and 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,a Meeting of the Board of Directors of the Compa ny will be held on Saturday,the 03rd November, 2018 at 11:00 A.M. at the Registered Office of the Company to inter alia:
1.Consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Six Months ended 30th September, 2018.
2.Consider and take on record the Limited Review Report of the Auditor's thereon. We would further like to inform you that in terms of the Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015, and the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading, the "Trading Window" of the Company shall remain closed from October 29, 2018 and will open 48 hours after the Unaudited Financial Results are submitted to the Stock Exchange and become generally available.
This notice is also available on the website of the Company at www.kmu.net.in and on the website of the Stock Exchanges at www.cse-india.com.
For Kabra Marble Udyog Limited
Ramawtar Kabra
Place:Kolkata Director
Dated:22.10.2018 DIN:00341280

**NOTICE INVITING TENDERS**

The Executive Engineer, Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I on behalf of *Pradhan, Gram Panchayat, Hope Town* invites separate sealed item rate tenders (in CPWD form-8) from bonafide and experienced contractors of appropriate class of APWD, MES, ALHW & P&T for the below mentioned work.

1. NIT NO. EE/PRI/SAD-I/RR/18-19/789 Name of Work: - Re-construction of damaged Retaining wall near the house of Shri. Ramanathdan at Bambooflat Ward No. 02 under Hope Town Gram Panchayat. (Re-Tender) Estimated Cost Rs: - 4, 86,460/- Earnest Money Rs: - 9,729/- Time of Completion: - Two (02) Months

The tender forms and other details can be obtained from the Office of the **Executive Engineer** Panchayati Raj Institution, South Andaman Division-I on Payment of Rs. 500/-. The last date of receipt of application to purchase tender form will be **16/11/2018** up to 4.00 PM. Other details/information can be seen on website www.and.nic.in.

Unique No: - 53211
Tender No: - 0033-2018-4564

Executive Engineer,
Panchayati Raj Institution,
South Andaman Division-I
Junglighat, Port Blair
South Andaman
3474/18